(WEEKLY BOOKLET 193)

মধুর ঈদের মধুর কথা

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মধুর ঈদের মধুর কথা

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই "**মধুর ঈদের মধুর কথা**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে দীদারে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার ঈদ নসীব করো, মৃত্যুর সময় ঈমান নিরাপদ রাখো এবং তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর আব্বাজান হযরত সামুরা সাওয়ায়ী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাকের** দরবারে সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তখন **মাহবুবে খোদা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সত্য কথা বলা এবং আমানত আদায় করা। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আরো কিছু ইরশাদ করুন। তখন ইরশাদ করলেন: অধিকহারে যিকির করা এবং আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করা, কেননা এই আমল অভাবকে দূর করে দেয়। (আল কওলুল বদী, ২৭৩ পৃষ্ঠা)

বেহরে রাফিই মারায ও যাহমত ও রঞ্জ ও কুলফত
ঢুন্ডতে ফিরতে হে ওহ লোগ কাহা কা তা'বিয
তুম পড়ো সাহেবে লাওলাক পে কসরত সে দরূদ
হে আজব দরদে নিহাঁ অউর আমঁ কা তা'বিয

কঠিন শব্দের অর্থ

বেহরে রাফিই: দূর করার জন্য। **যাহমত:** কষ্ট। **কুলফত:** অভাব, পেরেশানি। **দরদে নিহাঁ:** গোপন ব্যাথা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঈদের খুশি দ্বিগুণ হয়ে গেলো

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার মহান বুযুর্গ হযরত সিসরী সাকাতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (বিনয় প্রদর্শন করে) বলেন; আমি অন্তরের কঠোরতায় লিপ্ত ছিলাম কিন্তু হযরত মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দোয়ার বরকতে আমি মুক্তি পেয়ে গেলাম। হলো কি, আমি একবার ঈদের নামায পড়ার পর ফিরে আসছিলাম, তখন হযরত মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখলাম। তাঁর সাথে একটি শিশুও ছিলো, যার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত ছিলো আর সে ভরাক্রান্ত হৃদয়ে কাঁদছিলো। আমি আরয করলাম: ইয়া সায়্যিদী! কি হয়েছে? আপনার সাথের এই শিশুটি কাঁদছে কেন? তিনি উত্তর দিলেন: আমি কয়েকটি শিশুকে খেলতে দেখলাম আর এই শিশুটি বেদনা অবস্থায়

এক দিকে দাঁড়িয়ে ছিলো আর সেই শিশুদের সাথে খেলছিলো না। আমি জিজ্ঞাসা করাতে সে বললো যে, আমি হলাম এতিম (Orphan), আমার আব্বাজান ইন্তিকাল করেছেন, তার পর আমার কোন সাহারা নেই এবং আমার নিকট কোন টাকাও নেই যে, যা দ্বারা আখরোট কিনে এই শিশুদের সাথে খেলবো। অতএব আমি এই শিশুটিকে নিয়ে এসেছি, যাতে তার জন্য বিচি (Endocarps) জমা করবো, যা দ্বারা সে আখরোট কিনে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলতে পারে। আমি আরয করলাম: আপনি এই শিশুটিকে আমাকে দিয়ে দিন, যাতে আমি তার এই খারাপ অবস্থা পরিবর্তন করতে পারি। তিনি বললেন: তুমি আসলেই এরূপ করবে? আমি বললাম: জ্বি হ্যাঁ। বললেন: যাও, একে নিয়ে যাও, **আল্লাহ পাক** তোমার অন্তরকে ঈমানের বরকতে ধনী করে দিক এবং আপন পথের জাহেরী ও বাতেনী পরিচয় দান করুন। হযরত সিররী সাকাতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি সেই শিশুটিকে নিয়ে বাজারে গেলাম, তাকে ভাল পোশাক পরিধান করালাম এবং আখরোট কিনে দিলাম, যা দিয়ে সে সারাদিন অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলতে থাকলো। শিশুরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো: তোমাকে এই দয়া কে করলো? সে উত্তর দিলো: হযরত সিররী সাকাতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ।

www.dawateislami.net

যখন শিশুরা খেলাধুলার পর চলে গেলো তখন সে খুশি মনে আমার নিকট এলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: বলো! তোমার ঈদের দিনটি কেমন কেটেছে? সে বললো: হে চাচা! আপনি আমাকে ভাল পোশাক পরিয়েছেন, আমাকে খুশি করে শিশুদের সাথে খেলতে পাঠিয়েছেন, আমার বেদানায় ভরা ও ভরাক্রান্ত হৃদয়কে জোড়া লাগিয়েছেন, **আল্লাহ পাক**! আপনাকে তাঁর দরবারে এর প্রতিদান দান করুক এবং আপনার জন্য তাঁর দরবারে পথ খুলে দিক। হযরত সিররী সাকাতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি শিশুটির এই কথায় খুবই খুশি হলাম আর এতে আমার ঈদের খুশি আরো বেড়ে গেলো। (আর রওযুল ফায়েক, ১৮৫ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে মাগফিরাত হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এক এতিম শিশুর প্রতি সহানুভূতি ও করুণা করার ঈমানোদ্দীপক ঘটনা আপনারা পাঠ করলেন। ঈদুল ফিতরের খুশি, অসংখ্য নেয়ামতের আধিক্য, ঘরে খাওয়ার জন্য একের পর এক সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত হচ্ছে, উন্নতমানের পোশাক পরিধান করে আছেন, ঘরে

মেহমানের আসা যাওয়া এবং সেলামী নেয়া অব্যাহত রয়েছে, এমতাবস্থায় কতই না ভাল হতো যে, প্রতিবেশি, গরীব, এতিম এবং অভিজাত আশিকানে রাসূলের ঘরেও খুশি ও প্রশান্তির হাওয়া পৌঁছানোর কোন ব্যবস্থা হয়ে যায়, যাতে এই "ঈদ" আমাদের জন্য "সায়িদ" অর্থাৎ সৌভাগ্যের কারণ হয়ে যায়। আহ! যদি এমন হয়ে যেতো।

এতিম কাকে বলে?

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, যার পিতার মৃত্যু হয়ে গেছে, সেই "এতিম"। (দুররে মুখতার, ১০/৪১৬) শিশুরা ততক্ষণ পর্যন্ত এতিম থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক হবে না, যখনই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবে, তখন আর এতিম থাকবে না, যেমনটি হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রাপ্তবয়স্ক হলে শিশু আর এতিম থাকে না। মানুষের ঐ সন্তান এতিম, যার পিতা মারা গেছে, পশুর ঐ বাচ্চা এতিম, যার মা মারা গেছে, মুক্তার মধ্যে সেটাই এতিম, যা ঝিনুকের মধ্যে একাকী সৃষ্টি হয়, তাকে "দুররে এতিম" বলা হয়, খুবই মূল্যবান হয়ে থাকে। (নুরুল ইরফান, ৪র্থ পারা, সূরা নিসা, ২য় আয়াতের পাদটীকা)

এতিমের মাথা হাত বুলানোর ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতিমের সাথে সদাচরণ করার অনেক বড় প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে। **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি শুধু **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, তবে যতগুলো চুলের উপর দিয়ে হাত অতিবাহিত হয়েছে, প্রতিটি চুলের পরিবর্তে সে নেকী পাবে।

(মুসনাদে ইমাম ইহমদ, ৮/২৭২, হাদীস ২২২১৫)

এতিমের মাথায় হাত বুলানো এবং মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর একটি বরকত এটাও যে, তাতে অন্তরের কঠোরতা দূর হয়ে যায়। অতএব হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, একব্যক্তি তার অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করলো, তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকিনকে খাবার খাওয়াও। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৩/৩৩৫, হাদীস ৯০২৮)**

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ছেলে এতিম হলে তার মাথায় হাত বুলানোর সময় সামনে দিকে নিয়ে আসবে আর বাচ্চার পিতা (বেঁচে) থাকলে তবে হাত বুলানোর সময় গর্দানের দিকে নিয়ে যাবে।

(মু'জামু আওসাত, ১/৩৫১, হাদীস ১২৭৯)

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ ছেলে এতিম হলে তবে মাথার উপর থেকে কপালের দিকে হাত বুলাবে আর তার পিতা জীবিত থাকলে তবে কপাল থেকে ঘাড়ের দিকে বুলাবে।

(আন নাহায়াতু ফি আরবীল হাদীস ওয়াল আসার, ৪/২৮০)

যঈফোঁ বে কসোঁ আ'ফত নসীবোঁ কে মুবারক হো
এতিমোঁ কো গোলামোঁ কো গরীবোঁ কো মুবারক হো

এতিম শিশুর ঈমান সতেজকারী উপদেশ

হযরত হামাদ বিন সালামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার শীতের দিনে মুষলধারে বৃষ্টি হলো, লাগাতার বৃষ্টির কারণে মানুষ বিরক্ত হতে লাগলো। আমাদের পাশে এক ইবাদত গুজার মহিলা তার এতিম সন্তানের সাথে একটি পুরোনো ঘরে বসবাস করতো। বৃষ্টির কারণে তার কাঁচা ঘরের ছাদ দিয়ে বৃষ্টির পানি টপকে পরতে লাগলো এবং পানি ঘরে আসতে লাগলো। সেই নেককার মহিলাটি যখন দেখলো যে, শীতের কারণে বাচ্চা থরথর করে কাঁপছে এবং বৃষ্টির পানি লাগাতার ঘরে পরছে, এদিকে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার নামও নিচ্ছে না, তখন সে **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়ার জন্য হাত উঠালো আর আরয করতে লাগলো: "হে আমার পরম করুণাময় **প্রতিপালক**! তুমি দয়া ও সহজতা প্রদানকারী, আমাদের এই অবস্থার প্রতি দয়া ও সহজতা প্রদান করো।"

সেই নেককার মহিলা তখনো দোয়া শেষ করতে পারেনি যে, হঠাৎ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো। আমার ঘর সেই নেককার মহিলার ঘরের সাথে একেবারেই পাশাপাশি ছিলো আর আমি তার দোয়া শুনছিলাম। যখন আমি দেখলাম যে, তার দোয়ায় বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে তখন আমি একটি থলেতে সোনার আশরাফী নিলাম এবং সেই মহিলার দরজায় গিয়ে কড়াঘাত করলাম। কড়াঘাত শুনে মহিলাটি বললো: **আল্লাহ** আগত ব্যক্তি যেনো হামাদ বিন সালামা হয়। যখন আমি একথা শুনলাম তখন বললাম যে, আমি হামাদ বিন সালামাই, আমি তোমার আওয়াজ শুনেছি যে, তুমি দোয়ায় এভাবে বলছিলে: হে সহজতা প্রদানকারী **প্রতিপালক**! সহজতা প্রদান করো। তো বলো যে, **আল্লাহ পাক** তোমার সাথে সহজতার কি ব্যবস্থা করেছেন? সেই নেককার মহিলা বলেলো: আমার **প্রতিপালক** আমার প্রতি এভাবেই সহজতা প্রদান করলেন যে, বৃষ্টি থামিয়ে দিলেন, সন্তানকে (শীত থেকে বাঁচিয়ে) গরম দান করলেন এবং ঘরে আসা পানি শুকিয়ে দিলেন। একথা শুনে আমি সোনার আশরাফীর থলেটি বের করলাম এবং বললাম: এখানে কিছু টাকা আছে, এগুলো তুমি তোমার প্রয়োজনে ব্যবহার করো। তখনো আমাদের মাঝে কথাবার্তা চলছিলো হঠাৎ একটি শিশু আমাদের নিকট এলো। সে

www.dawateislami.net

উলের পুরোনো পোশাক পরে ছিলো, যা একদিকে ছেঁড়া ছিলো এবং তাতে তালি লাগানো ছিলো। আমাদের নিকট এসে সে বলতে লাগলো: হে হামাদ বিন সালামা! আপনি কি এই দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে আমাদের এবং আমাদের প্রিয় **আল্লাহ পাকে**র মাঝখানে পর্দা (অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা) সৃষ্টি করতে চান, আমাদের এই সম্পদ চাই না, যা আমাদেরকে আমাদের প্রিয় **প্রতিপালকে**র দরবার থেকে পৃথক করার কারণ হবে। অতঃপর সে তার মাকে বললো: হে আম্মাজান! যখন আমরা **আল্লাহ পাকে**র নিকট আমাদের বিপদের জন্য আবেদন করেছি তখন তিনি দ্রুত দুনিয়ার সম্পদ আমাদের দিকে প্রেরণ করে দিলেন, এমন যেনো না হয় যে, আমরা এই সম্পদের কারণে নিজের সত্যিকার মালিকের যিকির থেকে উদাসীন হয়ে যাই এবং আমাদের মনযোগ তাঁর থেকে সরে অন্য কারো দিকে চলে যায়। অতঃপর সেই ছেলেটি নিজের চেহারা মাটিতে মলতে শুরু করে দিলো এবং বলতে লাগলো: হে আমাদের পাক **পরওয়ারদিগার**! তোমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমরা কখনোই তোমার দরজা থেকে ফিরে যাবো না, আমাদের আশা শুধুমাত্র তোমার প্রতিই লেগে থাকবে, আমরা তোমারই দরজায় পরে থাকবো, যদিও আমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, কিন্তু তবুও আমরা তোমার

www.dawateislami.net

দরজা ছাড়বো না। অতঃপর সেই ছেলেটি আমাকে বললো: **আল্লাহ পাক** আপনাকে তাঁর নিরাপত্তায় রাখুন, দয়া করে! আপনি এই টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং যেখান থেকে এনেছেন সেখানেই রেখে দিন। আমাদের এই সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই, আমাদের জন্য আমাদের **প্রতিপালক আল্লাহ পাকই** যথেষ্ট। **তিনি** আমাদেরকে কখনোই হতাশ করবেন না। আমরা আমাদের সমস্ত চাহিদা সেই পাক **পরওয়ারদিগারের** দরবারেই উপস্থাপন করি, তিনিই আমাদের চাহিদাগুলো পূরণ করবেন, তিনিই সমস্ত জগতের **প্রতিপালক** এবং সকল সৃষ্টির শাসক ও অভিভাবক। (উয়ুনুল হিকায়ত, ১৮১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তুমহারে দর তুমহারে আ'স্তাঁ সে মে কাহাঁ জাওঁ
না মুঝ সা কোয়ী বে'কস হে না তুম সা কোয়ী ওয়ালী হে

(যওকে নাত, ২৩৩)

জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কাজ

জান্নাতী ইবনে জান্নাতী, সাহাবী ইবনে সাহাবী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا বলেন: **রাসূলে পাক**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন এতিমকে নিজের পানাহারে অন্তর্ভূক্ত করবে, তবে **আল্লাহ পাক** তার জন্য নিশ্চিতভাবে জান্নাত আবশ্যক করে দিবেন কিন্তু এমন কোন গুনাহ করলো যা ক্ষমার অযোগ্য সে ব্যতীত।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ২/২১৪, হাদীস ৪৯৭৫)

অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে যে, **আল্লাহ পাকের শেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করনে: যে ব্যক্তি নিজের নিকট অবস্থানকারী এতিম ছেলে বা এতিম মেয়ের সাথে কল্যাণময় আচরণ করে তবে আমি এবং সে জান্নাতে এভাবে থাকেব এবং নিজের দু'টি আঙ্গুল মিলিয়ে দিলেন। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৮/৩০০, হাদীস ২২৩৪৭)**

অর্থাৎ যেভাবে এই দু'টি আঙ্গুলে কোন দূরত্ব নেই, তেমনিই কিয়ামতে আমার সাথে ও তার সাথে কোন দূরত্ব থাকবে না। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৪৮)**

পাঁচটি শিশু ও ট্রেন ভ্রমন

ট্রেনে এক বিষন্ন ব্যক্তি তার বোন এবং তার পাঁচটি সন্তানকে নিয়ে সফর করছিলো। সে নিজে তো ট্রেনের জানালার পাশে বসে কোন কিছু গভীরভাবে চিন্তায় মগ্ন ছিলো এবং মাঝে মাঝে বোনের হালকা হালকা দীর্ঘশ্বাসের

আওয়াজ শুনে তাকে সান্তনা দিতো, আর শিশুরা পুরো বগিতে হৈ হুল্লোড় করাতে ব্যস্ত ছিলো। কেউ এদিকে যাচ্ছে তো কেউ অপরদিকে, কেউ বার্থে উঠে যাচ্ছে তো কেউ লাফাচ্ছে মোটকথা ট্রেনের বগিকে খেলার মাঠে পরিণত করে দিয়েছে, অন্যান্য মুসাফির শিশুরা তাদের আচরণে খুই বিরক্ত হচ্ছিলো, এমন সময় এক ব্যক্তি রেগে গেলো এবং সে ঐ বিষন্ন ব্যক্তিকে শিশুদের পিতা মনে করে তার নিকট এসে বলতে লাগলো: জনাব! আপনার বাচ্চাদের সামলান, এটা কি ট্রেন, নাকি বাচ্চাদের খেলার মাঠ? কেউ এদিকে যাচ্ছে তো কেউ ওদিকে যাচ্ছে। **আল্লাহ** না করুন! চলন্ত ট্রেন থেকে কেউ পরে গেলে? আপনি তো ভাবনায় এমনভাবে মগ্ন হয়ে গেছেন যেনো জানেনও না কি হয়ে গেছে? বিষন্ন ব্যক্তিটি কাঁপতে কাঁপতে বললো: ভাই! এরা আমার সন্তান নয় বরং আমার ভাগিনা, আজ সকালে তাদের বাবা মারা গেছে আর আমরা জানাযায় যাচ্ছি, এখনো এই শিশুরা জানেই না যে, তাদের বাবা সর্বদার জন্য তাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। আপনিই বলুন, আমি কিভাবে এই খেলায় মগ্ন শিশুদের এই কষ্টদায়ক সংবাদ শুনাবো? আমার তো এই বাচ্চাদের বাধা দেয়ার হিম্মত নেই। একথা শুনেই ঐ ব্যক্তিসহ সকল মুসাফিরের রাগ শিশুদের জন্য সহানুভূতিতে বদলে গেছে

এবং এবার সকল মুসাফির প্রচন্ড সহানুভূতি ও মমতার দৃষ্টিতে সেই শিশুদের দিকে তাকাতে লাগলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি যদিও কাল্পনিক ঘটনা হোক না কেন, কিন্তু আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দিচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের সমাজে এমন মানুষও পাওয়া যায়, যারা গরীব, এতিম, দুঃখী, অসহায় এবং অভিজাত লোকদের সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করে থাকে এবং তাদের সুখ দুঃখে কাজে আসে, যা কিনা অনেক বড় একটি নেকী। কোন মুসলমানের অন্তর খুশি করা তেমনই সাওয়াবের কাজ আর যদি সে কোন গরীব বা এতিম হয় তবে ভাল ভাল নিয়্যত করে নেয়াতে সাওয়াব আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। আফসোস! বর্তমানে অবস্থা অনেক বদলে গেছে, এখন গরীব ও এতিমের প্রতি সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনার প্রেরণাই কমে যেতে দেখা যাচ্ছে, ঘরের আশেপাশে অভাবী ও অভিজাত গরীব মানুষের সাথে খুব কম সংখ্যক মানুষই সহযোগিতা করে থাকে। ঈদের সময় হোক বা ঘরের খুশির অনুষ্ঠান, ছেলের বিয়ে হোক বা আত্মীয় স্বজনদের জন্য ইফতারের অনুষ্ঠান, যদি কেউ মনযোগ আকৃষ্ট করে দেয় তবে বেঁচে যাওয়া খাবার কোন গরীবকে দিয়ে দেয়া হয়, অন্যথায় খুশির অনুষ্ঠানে এই গরীবদের মনে না রাখারই সমান। আপনারা কি জানেন যে,

উত্তম ঘর এবং খারাপ ঘর কোনটি? আসুন! এ ব্যাপারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী পাঠ করি।

মুসলমানদের উত্তম ঘর

জান্নাতী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানদের মধ্যে ঐ ঘর অনন্য, যাতে এতিম রয়েছে, যার সাথে সদাচরণ করা হয় এবং মুসলমানদের ঐ ঘর নিকৃষ্ট, যাতে এতিম রয়েছে, যার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়।

(ইবনে মাজাহ, ৪/১৯৩, হাদীস ৩৬৭৯)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এতিমের সাথে সদাচরণ করার অনেক অবস্থা রয়েছে: তার লালন পালন করা, তার পানাহারের ব্যবস্থা করা, তার শিক্ষাদীক্ষা, তাকে দ্বীনদার নামাযী বানানো সবই এতে অন্তর্ভূক্ত। মোটকথা হলো, যে আচরণ নিজের সন্তানদের করা হয়, তা এতিমের জন্য করা, এই বাক্যটি খবুই অর্থবহ। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৬২)**

মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই দস্তরখানায় (Dining mat) এতিম হয়ে থাকে, শয়তান সেই দস্তরখারার কাছেই যায় না।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮/২৯৩, হাদীস ১৩৫১২)

আফসোস! শত কোটি আফসোস! এখন এই সমাজে এমন দূর্ভাগাও পাওয়া যায়, যারা এতিম শিশুদের সাথে সদাচরণ করার পরিবর্তে তাদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন করে থাকে, তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করে, সম্পত্তি আত্মসাৎ করে আর বিভিন্ন ধরনের মজলুমদের কষ্ট দেয়, কাঁদায় এবং তাদের বদদোয়া নিয়ে থাকে।

মুখ থেকে আগুন বের হবে

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** এক জাতীকে তাদের কবর থেকে এই অবস্থায় উঠাবেন যে, তাদের মুখ থেকে জলন্ত আগুন বের হবে। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: তোমরা কি দেখনি যে, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَاۡکُلُوۡنَ اَمۡوَالَ الۡیَتٰمٰی ظُلۡمًا اِنَّمَا یَاۡکُلُوۡنَ فِیۡ بُطُوۡنِہِمۡ نَارًا ؕ وَ سَیَصۡلَوۡنَ سَعِیۡرًا ﴿۱۰﴾

(পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক, যারা এতিমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তো তাদের পেটের মধ্যে নিরেট আগুনই ভর্তি করে এবং অনতিবিলম্বে তারা জ্বলন্ত আগুনে যাবে।

www.dawateislami.net

হে অত্যাচারী! হে এতিমের সম্পদ আত্মসাৎকারী! তাদের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখলকারী! এতিমের সম্পদ হলো জলন্ত আগুন, তা খাওয়া যেনো আগুন খাওয়ার সমান। আজ তো এই সম্পদ খুবই ভাল লাগছে কিন্তু একদিন এটাই ধ্বংসের কারণে হয়ে যাবে। আজ তুমি তোমার ক্ষমতা নিয়ে বড়ই গর্ব করছো কিন্তু যখন কিয়ামতের দিন হবে তখন তোমার কোন কিছুই চলবে না। **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে **অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন এতিমকে কাঁদানো হয়, তখন তার কান্নায় আরশ কেঁপে উঠে এবং **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে ফিরিশতারা! আমার বান্দাকে কে কাঁদিয়েছে, যার পিতাকে মাটিতে সমর্পণ করে দেয়া হয়েছে। (ফেরদাউসুল আখবার, ২/৫০৭, হাদীস ৮৫৫৭)

যালিমোঁ! বাদ মরণে কি পচতাও গে
ইয়াদ রাখো! জাহান্নাম মে তুম জাও গে

চির সবুজ ও মধুর সম্পদ

হুযুর নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে এই সম্পদ চির সবুজ মধুর আর ঐ মুসলমানের উত্তম সাথী, যে তা থেকে মিসকিন, এতিম এবং মুসাফিরকে দেয় আর যে অবৈধ সম্পদ নিবে, তা ঐ পশুর ন্যায়, যে খায়

বেশি কিন্তু তৃপ্ত হয়না এবং সেই সম্পদ কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। (বুখারী, ২/২৬৬, হাদীস ২৮৪২)

মধু ও ছাই

একবার হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কোথাও যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পথে শয়তানকে দেখলেন, যে এক হাতে **"মধু"** আর অপর হাতে **"ছাই"** নিয়ে যাচ্ছিলো, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে **আল্লাহ**র শত্রু! এই মধু ও ছাই তোমার কোন কাজে আসে? বললো: মধু গীবতকারীদের ঠোঁটে লাগিয়ে থাকি যাতে সে এই গুনাহে আরো অগ্রসর হয় আর ছাই এতিমের চেহারায় মালিশ করি যাতে লোকেরা তাদের ঘৃণা করে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৬৬ পৃষ্ঠা)

উটের ঠোঁটের ন্যায় ঠোঁট

মদীনার তাজেদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি মেরাজের রাতে এমন এক জাতি দেখেছি, যাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের ন্যায় ছিলো এবং তাদের উপর এমন লোক নিযুক্ত করে দেয়া হলো, যারা তাদের ঠোঁট ধরতো অতঃপর তাদের মুখে আগুনের পাথর পুরে দিতো, যা তাদের পেছন দিকে বের হয়ে যেতো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল

(عَلَيْهِ السَّلَام) এরা কারা? তখন তিনি জানালেন: এরা হলো সেই লোক, যারা এতিমে সম্পদ অন্যায়ভাবে খেতো।

(তাফসীরে কুরতুবী, আন নিসা, ১০নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৩৯)

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ী

ওয়ারিশদের সম্পদে সতর্কতার অনন্য উদাহরণ

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোন এক মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি নিকট উপস্থিত ছিলো। রাতে যখনই সে মৃত্যুবরণ করলো তখন তিনি বললেন: প্রদীপ নিভিয়ে দাও, কেননা এখন এই তেলে ওয়ারিশদের হক অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে।

(ইহইয়াউল উলুম, ২/৩৬৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঘরে যদি এতিম শিশু থাকে তবে তাদের সম্পদের ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ আর হ্যাঁ! এতিম শিশুর অনুমতিতেও তার সম্পদ ব্যক্তিগত ব্যবহার করতে পারবে না, একই ঘরে বসবাসরত কয়েক ভাইয়ের মধ্যে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে তবে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে এতিম শিশুর সম্পদের খেয়াল রাখা খুবই কঠিন হয়ে যায়, কিন্তু এই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং যদি **আল্লাহ** না করুন ভূল ভাবে এতিমের সম্পদকে ব্যবহার করা হয় তবে কাল কিয়ামতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে পারে,

যেমনটি উপরে বর্ণিত বর্ণনায় আপনারা পড়েছেন। কোরআনে করীমে এক স্থানে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۴﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এতিমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না, কিন্তু ঐ পন্থায়, যা সর্বাপেক্ষা উত্তম যতদিন না সে আপন যৌবনে পদার্পণ করে এবং অঙ্গীকার পূরণ করো; নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

এই আয়াতে একটি কবীরা গুনাহ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে। কবীরা গুনাহ হলো এতিমের সম্পদে খেয়ানত করা আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অঙ্গীকার পূরণ করা। এতিমের সম্পূর্ণ বা কিছু সম্পদ আত্মসাৎ করে নেয়া, এতে খেয়ানত করা, তাকে দিয়ে দেয়াতে বিনা কারণে তাল বাহানা করা, এসবই হারাম, অতএব ইরশাদ করেন যে, এতিমের সম্পদের কাছেও যেও না কিন্তু শুধু উত্তম পদ্ধতিতে আর তা হলো যে, তা সংরক্ষণ করো এবং তা বৃদ্ধি করো। এ থেকে জানতে পারলাম যে, এতিমের অভিভাবক এতিমের সম্পদ দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে, যার কারণে তার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এটি হলো উত্তম পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত আর অনুরূপভাবে

www.dawateislami.net

তার টাকা সূদ বিহীন ব্যাংক ইত্যাদিতে তার নামে রাখাও জায়িয, কেননা এটি সংরক্ষণের ধরণ। অপর আদেশ এখানে ইরশাদ করা হয়েছে যে, এতিমের সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ করে দাও, যখন সেই এতিম নিজের যৌবনে পৌঁছে যায় এবং তা হলো আটারো বছর বয়স।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, বনী ইসরাঈল, ৩৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/৪৫৯)

এতিমের সম্পদ সংরক্ষণকারী কাযী (বিচারক)

আবুল কাসিম উবাইদুল্লাহ বিন সুলাইমান বলেন যে, আমি মূসা বিন বুগাআ এর "লিখক" ছিলাম, তখন আমি "রে" (ইরানের রাজধানী, যার নাম বর্তমানে তেহরান) শহরে ছিলাম এবং সেখানকার কাযী (বিচারক) হযরত আহমদ বিন বুদাইল কুফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন। মূসা বিন বুগার সেই এলাকায় কিছু জমিন ছিলো, যাতে সে নির্মাণ কাজ করাতে চাইছিলো। তার জমিনের সাথে একেবারেই পাশের জমিনের এক টুকরো এক এতিম শিশুর মালিকানায় ছিলো, আমাকে মূসা বিন বুগাআ আদেশ দিলে যে, সেখানে গিয়ে জমিন ইত্যাদি দেখো আর যদি আরো জমিন কিনতে হয় তবে কিনে নাও। আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম এবং জমিন দেখলাম তখন বুঝতে পারলাম যে, যতক্ষণ ঐ এতিমের জমিন কিনা হবে না ততক্ষণ নির্মাণকাজ সঠিক ভাবে করা যাবে না।

অতএব আমি সেখানকার কাযী হযরত আহমদ বিন বুদাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট গেলাম এবং আরয করলাম: আপনি এতিম শিশুর জমিন আমাকে বিক্রি করে দিন। কাযী সাহেব অস্বীকার করে বললো: সেই এতিম শিশুটির তার জমিন বিক্রি করার এখনো কোন প্রয়োজন নেই এবং আমি এই সাহস করতে পারি না যে, জমিন বিক্রি করে তাকে জমিন থেকে বঞ্চিত করে দিবো। হয়তো আমি জমিনের বিনিময়ে টাকা নিলাম আর **আল্লাহ** না করুন কোন ভাবে তার সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলো তবে যেনো তার হক ক্ষুন্নকারী হয়ে যাবো। আমি বললাম: আপনি আমাকে সেই জমিন বিক্রি করে দিন, আমি এর দ্বিগুণ দাম দিবো। কাযী সাহেব বললেন: আমি দ্বিগুণ দামেও তার জমিন বিক্রি করবো না, কেননা সম্পদ তো কম বেশি হতে থাকে। বেশি সম্পদের লোভ আমাকে জমিন বিক্রির দিকে ধাবিত করতে পারবে না। মোটকথা আমি কাযী সাহেবকে সর্বপ্রকার ভাবে রাজি করানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু তিনি মানেনি এবং তার সামনে আমার কোন কথাই চলেনি। তার কথা আমাকে পেরেশান করে দিয়েছে। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম: কাযী সাহেব! আপনি এমন কোন পদক্ষেপ নিবেন না, যার কারণে আপনাকে পেরেশানি পোহাতে হয়, আপনি কি জানেন না যে, এটি মূসা বিন

বুগাআর ব্যাপার? একটু ভেবে কদম উঠাবেন, এরূপ লোকের সাথে লাগা ঠিক নয়। কাযী সাহেব বললো: **আল্লাহ পাক** তোমাকে সম্মান প্রদান করুন, তুমি আমার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয় আমার **প্রতিপালক** সম্মানিত ও খুবই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। কাযী সাহেবের এই কথা শুনে আমি ফিরে এলাম এবং **আল্লাহ পাকে**র প্রতি লজ্জিত হয়ে আবারো কাযী সাহেবের নিকট গেলাম না। যখন মূসা বিন বুগাআর নিকট গেলাম, তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো: তোমাকে যেই কাজের জন্য পাঠিয়েছিলাম, তার কি হলো? আমি কাযী সাহেবের সাথে সাক্ষাতের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম এবং তাকে কাযী সাহেবের এই বাক্য বললাম যে, "নিশ্চয় আমার প্রতিপালক খুবই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও মহত্ত্বান।" তখন একথা শুনতেই মূসা বিন বুগাআ কাঁদতে লাগলো এবং বারবার এই বাক্যই পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো, অতঃপর আমাকে বললো: এখন তুমি সেই জমির বিষয়টি বাদ দাও আর কাযী সাহেবকে বিরক্ত করো না। যাও! এবং সেই নেককার ব্যক্তিটির (অর্থাৎ কাযী সাহেব) অবস্থা জেনে এসো। যদি তার কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তবে আমি তা পূরণ করবো, এরূপ নেক লোক পৃথিবীতে অনেক কমে গেছে। আমি মূসা বিন বুগাআ থেকে বিদায় নিয়ে হযরত

আহমদ বিন বুদাইল কুফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট এলাম এবং বললাম: কাযী সাহেব! মুবারক হোক, আমীর মূসা বিন বুগাআ জমিনের ব্যাপারটিতে আপনাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন আর তা এ কারণে হয়েছে যে, আমি ঐ সকল কথা যা আমাদের মাঝে হয়েছিলো, বিস্তারিত মূসা বিন বুগাআকে জানিয়েছি। এখন আমীর মূসা বিন বুগাআ আদেশ দিয়েছেন যে, যদি আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তবে আমাকে বলুন, আমরা পূরণ করে দিবো। কাযী সাহেব তাকে দোয়া দিলেন এবং বললেন: এসবই এর প্রতিদান যে, আমি একজন এতিমের সম্পদকে সংরক্ষণ করেছি, আমি এর বদলে পার্থিব ধন ও সম্পদ চাই না। (উয়ুনুল হিকায়াত (অনুদিত), ১/৩৯৬)

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমীরে আহলে সুন্নাতের সতর্কতা

বর্তমান যুগে ইসলামী দুনিয়ার মহান মুবাল্লিগ এবং ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব, আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এতিমের সম্পদে সতর্কতার ব্যাপারে নিজের একটি ঘটনা

বর্ণনা করে বলেন: যখন বড় ভাইয়ের (মরহুম আব্দুল গনী) ইন্তিকাল হলো, তখন আমরা দুই ভাই মিলে ঝাড়ুর ব্যবসা করতাম এবং সম্ভবত শহীদ মসজিদ বা নূর মসজিদে ইমামতিও করছিলাম। ভাইয়ের ইন্তিকালের পর দায়িত্ব আমার উপর আসলো এবং উত্তরাধিকার (Inheritance) সম্পত্তি বন্টনেও সমস্যা হলো কেননা আমার মরহুম পিতার সম্পত্তি বন্টন হয়নি আর তাঁর রেখে যাওয়া সম্পদ দিয়েই ব্যবসা চলতো কিন্তু এখন আমি কঠিন বিপদে পরে গেলাম, কেননা এখন প্রত্যেক কিছুতেই ভাইয়ের পাঁচ এতিম সন্তান এবং এই এতিমের মায়ের হক অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তখন আমার মুফতী ওয়াকারুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে যাওয়ার অভ্যাস ছিলো, অতএব তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললাম এবং কি করবো, কিভাবে করবো সে ব্যাপারে ফতোয়া সংগ্রহ করলাম অতঃপর একটি নগন্য জিনিষও যেমন; কাগজ, কলম এবং সূই পর্যন্ত হিসাব করলাম, যা কিনা খুবই কঠিন কাজ ছিলো কিন্তু যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه শরীয়ত অনুযারী সম্পত্তি বন্টন করলাম বরং নিজের পক্ষ থেকে কিছু বেশি দিলাম যাতে আমার নিকট তাদের কোন হক থেকে না যায়, কিন্তু তারপরও ভয় লাগতো যে, এতিমের সম্পদে আমার দ্বারা

কোন হক ক্ষুন্ন হয়নি তো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন আমার পাঁচ ভাতিজা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছে, আমি তাদের থেকে এবং (তাদের মাধ্যমে) তাদের আম্মাজান থেকে (সতর্কতা হিসেবে) ক্ষমাও অর্জন করে নিয়েছি। (আমীরে আহলে সুন্নাত কি কাহানী উন কি যবানী, অপ্রকাশিত)

আরশের ছায়া পাওয়ার পদ্ধতি

হে গরীব ও এতিমের প্রতি সহানুভূতিশীল ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এরূপ অঙ্গীকার করি যে, আমরা এতিমের হক সংরক্ষণ করবো, অসহায় এবং গরীব লোকদের আনন্দের মাধ্যম হবো, নিজের আশেপাশে দৃষ্টি রাখুন, নিজের আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশি, মহল্লাবাসী ইত্যাদির মধ্যে যদি কোন এতিম শিশু বা এমন বিধবা মহিলা থাকে যার জীবন খুবই করুণভাবে অতিবাহিত হচ্ছে তবে বিশেষ করে এই মধুর ঈদের খুশিতে এবং সাধারণ অবস্থায়ও তাদের অভিভাবকত্বের (Guardianship) চেষ্টা করুন, প্রতি মাসে তাদের ঘরে পণ্য পাঠিয়ে দিন, ঈদের সময় এতিম শিশুকে নতুন এবং সুন্দর পোশাক পরিধান করিয়ে দিন, সেলামী হিসেবে কিছু টাকা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে ঐ গরীব, অসহায় এবং অভাবীদের অন্তরের দোয়া নিন। **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ইরশাদ করবেন: যে ব্যক্তি কোন এতিম বা বিধবার দায়িত্ব নিবে, **আল্লাহ পাক** তাকে কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া প্রদান করবেন। **(মু'জামু আওসাত, ৬/৪২৯, হাদীস ৯২৯২)**

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তোমার পথে ব্যয় করার, গরীব, এতিমের সাথে সদাচরণ করার এবং তাদের মাঝে খুশি বন্টন করার তৌফিক দান করো।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رضی اللہ عنہ থেকে বর্ণিত: **রাসূলে করীম** صلی اللہ علیہ وسلم ঈদুল ফিতরের দিন (ঈদের নামাযের জন্য) ততক্ষণ তাশরীফ নিয়ে যেতেন না, যতক্ষণ কয়েকটা খেজুর খেয়ে না নিতেন আর তা হতো সংখ্যায় বিজোড়।

(বুখারী, ১/৩২৮, হাদীস: ৯৫৩)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net